যুগান্তর

তারিখ 13 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

৩৪৪ ছাত্রছাত্রীকে প্রাইম ব্যাংকের শিক্ষাবৃত্তি

যুগান্তর রিপোর্ট

চলতি বছর ৩৪৪ জন হতদরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাবৃত্তি দিয়েছে বেসরকারি খাতের প্রাইম ব্যাংক, যা তাদের লেখাপড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। প্রতি মাসে শিক্ষার্থীরা পাবেন ২ হাজার ৪০০ টাকা। এর আগে ২০০৭ সালে ১৭০ জন, ২০০৮ সালে ১২২ জন, ২০০৯ সালে ১৯৮ জন, ২০১০ সালে ১৯৬ জন, ২০১১ সালে ২০৫ জন, ২০১২ সালে ৩৮৬ জন, ২০১৩ সালে ৩৯৪ জন, ২০১৪ সালে ৪০২ জন ও ২০১৫ সালে ৩৭২ জন ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাবৃত্তি দেয় প্রাইম ব্যাংক।

শনিবার রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা অডিটোরিয়ামে চলতি বছরের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে ব্যাংকটি এসব তথ্য জানিয়েছে। প্রাইম ব্যাংকের চেয়ারম্যান আজম জে চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আজম জে চৌধুরী শিক্ষায় সব ধরনের সহায়তা আয়করমুক্ত রাখার সুপারিশ করেন।

জবাবে গভর্নর ফজলে কবির বলেন, বিষয়টি নিয়ে রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলাপ করা হবে। প্রয়োজনে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গেও আলোচনা করার আশ্বাস দেন তিনি। গভর্নর বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে হলে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর বিকল্প নেই। সেজন্য শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। এছাড়া বাংলাদেশকে নিম্নমধ্য থেকে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। ফজলে কবির বলেন, এখন থেকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির (সিএসআর) আওতায় শিক্ষাবৃত্তি দিতে হবে। গভর্নর বলেন, প্রাইম ব্যাংকের বৃত্তির টাকায় পড়ে একজন বিসিএস ক্যাডার হয়েছেন। আরেকজন ডাক্তার হচ্ছেন। আপনাদের সহায়তায় অনেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ভালো অবস্থানে রয়েছেন। একটু সহযোগিতা পেলেই সবকিছু হয়ে যায়। মেধার দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে। শুধু আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে মেধার সঠিক ব্যবহার হয় না।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, প্রাইম ব্যাংক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান নাদের খান, ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদ কামাল খান, প্রাইম ব্যাংক ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডা. ইকবাল আনোয়ার।